

নিরোধক আদেশ

নিরোধক আদেশ বলতে কী বোঝায়?

আপনি কারো দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আদালত থেকে আইনি আদেশ নিতে পারেন। এগুলোকে সুরক্ষা আদেশ বলা হয়।

নিরোধক আদেশ হলো এক ধরনের সুরক্ষা আদেশ। সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গীর দ্বারা নিজের বা সন্তানের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে আপনি পারিবারিক আদালত থেকে নিরোধক আদেশ চাইতে পারেন। এই দলিল কোনো সহিংসতা প্রতিরোধ করতে সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবে।

শান্তির মুচলেকা (peace bond) নামে আরেক ধরনের সুরক্ষা আদেশ আছে। কেউ আপনি, আপনার পরিবার, আপনার পোষা প্রাণীকে আঘাত করবে, বা আপনার সম্পত্তির ক্ষতি করবে মর্মে শঙ্কিত হলে আপনি ফৌজদারি আদালত থেকে এই আদেশ পেতে পারেন। এটি শান্তি বজায় রাখার এবং ভালো আচরণ করার জন্য একটি স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি। আপনি প্রতিবেশী, ভাইবোন, বন্ধু বা সহকর্মীর মতো যে কারোর বিরুদ্ধে আপনি শান্তির মুচলেকা পেতে পারেন। তবে অন্টারিও'র পারিবারিক আইন অনুযায়ী আপনি নিরোধক আদেশ শুধুমাত্র সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গীর বিরুদ্ধে পেতে পারেন। শান্তির মুচলেকা সাধারণত এক বছরের জন্য দেওয়া হয়, অন্যদিকে নিরোধক আদেশ সেই তুলনায় আরও স্থায়ী ব্যবস্থা। ইতোমধ্যেই শান্তির মুচলেকা থেকে থাকলে দীর্ঘকালীন সুরক্ষা পেতে চাইলে আপনি পারিবারিক আদালতে নিরোধক আদেশের জন্য আবেদন করতে পারেন।

পারিবারিক আদালতে নিরোধক আদেশ পেতে আপনার পারিবারিক আদালত প্রক্রিয়া শুরু করার দরকার নেই।

নিরোধক আদেশ কী ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে?

এটি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে:

- আপনার সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গী কোথায় যেতে পারবেন
- তারা কী করতে পারেন
- তারা কাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

উদাহরণ ১ঃ তারা আপনার সন্তানের স্কুলের ৩০০ মিটারের মধ্যে যেতে পারবেন না

উদাহরণ ২ঃ তাদেরকে অবশ্যই আপনার কাছ থেকে ৫০০ মিটার দূরে থাকতে হবে এবং তারা আপনার বা আপনার সন্তানের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না

উদাহরণ ৩ঃ তারা আপনার বাড়ি বা কর্মস্থলের ৫০০ মিটারের মধ্যে যেতে পারবেন না

কারা নিরোধক আদেশ চাইতে পারেন?

আপনি নিচের শ্রেণীগুলোর কোনোটিতে পড়লে কারো বিরুদ্ধে পারিবারিক আইনের আওতায় নিরোধক আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবেন:

- যাদের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছিল
- যাদের সাথে আপনি বর্তমানে বিবাহবন্ধনে আছেন
- আপনি যাদের সাথে বসবাস করছেন বা কোনো সময় বসবাস করেছেন
- আপনার যাদের সাথে সন্তান আছে

কিভাবে নিরোধক আদেশ পাবেন

আপনার আবেদনের জন্য কোন আদালতে যেতে হবে তা খুঁজে বের করুন। এটি যে বিষয়ের উপর নির্ভর করবে:

- আপনি, আপনার সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গী বা আপনার সন্তানরা কোথায় থাকেন এবং
- পারিবারিক আইনের অন্যান্য কোন সমস্যা আপনার মোকাবেলা করতে হবে

সাধারণত, যেখানে আপনি, আপনার সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গী বসবাস করেন সেই পৌরসভায় আপনার আবেদন করা উচিত। তবে আবেদনে অভিভাবকত্ব ব্যবস্থার মতো আপনার সন্তানের সাথে জড়িত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকলে আপনার সন্তান যেখানে বসবাস করে সেই পৌরসভায় আবেদন করতে হবে।

অক্টারিওতে ৩টি আদালত রয়েছে যেগুলো পারিবারিক আইন নিয়ে কাজ করে – অক্টারিও কোর্ট অফ জাস্টিস, সুপিরিয়র কোর্ট অফ জাস্টিস এবং সুপিরিয়র কোর্ট অফ জাস্টিস-এর পারিবারিক আইন শাখা। এই সকল আদালতই নিরোধক আদেশ দিতে পারে, কিন্তু এদের মধ্যে প্রতিটি আদালতই যে পারিবারিক আইনের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কাজ করে তা না। আপনাকে সেই আদালতে যেতে হবে যেটি পারিবারিক আইনের অন্যান্য যে সকল সমস্যার নিষ্পত্তি আপনার দরকার তার জন্য উপযুক্ত।

উপযুক্ত আদালত নির্ধারণ করার পরে আপনাকে অবশ্যই:

- ফর্ম ৮ আবেদন (সাধারণ) পূরণ করার মাধ্যমে আদালতের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। আবেদনে আপনি পারিবারিক আইনের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্যেও অনুরোধ জানাতে পারেন অথবা:
- আপনার জরুরি ভিত্তিতে নিরোধক আদেশের প্রয়োজন হলে আদালতে প্রস্তাবসহ আবেদন করবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে ফর্ম ৮: আবেদন (সাধারণ), ফর্ম ১৪: প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি, ফর্ম ১৪A: হলফনামা (সাধারণ) সম্পূর্ণ করতে হবে।
(মোশন বা প্রস্তাব হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা বিচারককে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত রায় প্রদানের আগে কোনও আদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়)
- দলিলাদি সরবরাহ করতে হবে, যার অর্থ হলো আদালতে যে মামলা শুরু করা হয়েছে তা জানাতে আপনার সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গীকে দলিলাদির অনুলিপি প্রদান করা।
- মামলা ব্যাখ্যা করতে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। বিপদ আসন্ন হলে, আপনার সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গী কোথায় আছেন সেটা আপনার না জানা থাকলে, বা তাদেরকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করলে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়বে মর্মে আপনি আশংকা করলে, আপনি "বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত প্রস্তাব" আনতে পারেন। এর মানে তারা জানবে না যে আপনি নিরোধক আদেশের জন্য আবেদন করেছেন এবং তারা তাদের নিজেদের পক্ষে কিছু বলতে আদালতে উপস্থিত হবেন না। এক্ষেত্রে, বিচারক শুধুমাত্র আপনার দলিলাদির উপর ভিত্তি করে অস্থায়ী নিরোধক আদেশ দেবেন। উভয় পক্ষের কথা শোনার জন্য বিচারক আদালতের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করবেন।

নিরোধক আদেশ প্রদান করা হলে:

- আদালত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী (অস্থায়ী) বা চূড়ান্ত নিরোধক আদেশ দিতে পারে
- যাদের বা যার নামে নিরোধক আদেশ প্রদান করা হয়েছে তারা তা অনুসরণ বা মান্য না করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে।
- অন্তর্বর্তী নিরোধক আদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আদেশে উল্লেখিত ব্যক্তিদের আর এর শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে না
- অন্তর্বর্তী নিরোধক আদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনি এর শর্তাবলী পরিবর্তন করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই আদালতের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করতে হবে

- আপনি চূড়ান্ত নিরোধক আদেশের শর্তাবলী পরিবর্তন করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই আদালতের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করতে হবে
- চূড়ান্ত নিরোধক আদেশ স্থায়ী হতে পারে বা বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো তারিখে শেষ হতে পারে। অস্থায়ী নিরোধক আদেশ বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বা পারিবারিক আইন মামলার মেয়াদ শেষ হলে শেষ হয়।

নিজেকে নিরাপদ রাখুন:

নিরোধক আদেশ আছে মানে এই নয় যে আপনার সঙ্গী বা প্রাক্তন সঙ্গী ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। নিরোধক আদেশ পেতে সময় লেগে যেতে পারে। একটি নিরাপত্তা পরিকল্পনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য পেতে কোনো কমিউনিটি সংস্থা বা আশ্রয় কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করবেন।